যুগান্তর

তারিখ 03 MAY 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

মাহমুদুল বাসার

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোমুগ্ধকর সংবর্ধনা

জাতীয় পত্রিকাগুলোর ছোট ছোট খবরের প্রতি আমার দুর্বলতা বেশি, যা অনেকের নজর এড়িয়ে যায়। একটি জাতীয় পত্রিকার ছোট খবরে প্রকাশ পেয়েছে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮ বীরাঙ্গনাকে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সেমিনার কক্ষে 'বীরাঙ্গনা অনুসন্ধান ও পুনর্বাসন প্রয়াস' শীর্ষক অনুষ্ঠানে সিরাজগঞ্জের ১৮ বীরাঙ্গনাকে সংবর্ধনা দেয়া হয়।

এ উপলক্ষে ওই অনুষ্ঠানে ভাবির ভিসি ড. ফারজানা ইসলাম একটি মূল্যবান কথা বলেছেন, 'বিভিন্ন সময়ে বীরাঙ্গনা শব্দটির অপব্যাখ্যা করে বীরাঙ্গনাদের প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বীরাঙ্গনাদের অবদান অতুলনীয়। বীরাঙ্গনাদের অবদানের জন্যই তারা বীরমাতা।'

আমরা যারা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আলো-বাতাসে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেই, তখন কি ভাবি যে, স্বাধীনতার মতো মূল্যবান সম্পদ আমরা পেয়েছি বীরাঙ্গনাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে? যদি ভাবতাম, এতটা অবক্ষয়, এতটা অধঃপতন, নৈতিক স্খলন আমাদের হতো না। আমি যখন ড. নীলিমা ইব্রাহীমের 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' বইটি পড়েছি, তখন শিউরে উঠেছি। যারা শহীদ হয়েছেন তারা তো অমর হয়েছেন, আমাদের ভালোবাসার হৃদয়ে বেঁচে আছেন, কিন্তু যেসব মা-বোনের ইজ্জত-আব্রু কেড়ে নিয়েছে পাকদস্যুরা, যাদের বাংকার থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, তাদের নিরবধি যন্ত্রণা কয়জন বুঝে আমাদের সমাজে?

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক রিজিয়া রহমানের 'রক্তের অক্ষরে' উপন্যাসটি যখন প্রকাশ পায় তখন সারা বাংলাদেশে তুমুল আলোড়ন পড়েছিল। তিনি দেখিয়েছিলেন, ১৯৭১ সালে পাকদস্যু কর্তৃক ধর্ষিতা নারীরা স্বাধীন বাংলাদেশের সমাজে পেয়েছিলেন নীরব উপেক্ষা, করুণা আর অবজ্ঞা। সবাই তাকিয়ে থাকত তাদের দিকে, যেন চিড়িয়াখানার আজব জন্তু দেখছে। তাই তাদের মনে ধিক্কার এলো। 'রক্তের অক্ষরে' উপন্যাসের নায়িকা ইয়াসমিন এই বলে পতিতালয়ে আশ্রয় নিল, 'আমি যখন বেশ্যাই হলাম, তখন আর ভদ্র সমাজে থাকব কেন? বেশ্যা পাড়ায়ই চলে যাব।' রিজিয়া রহমান অবাস্তব কোনো চিত্র আঁকেননি। সামাজিক চিত্রের চেয়ে আমাদের নিচু মনের চিত্রটা অধিক মনোযোগ দিয়ে এঁকেছিলেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর লক্ষ্য করেছিলাম, স্বাধীনতার মূল্যবোধ ধীরে ধীরে কাত হয়ে পড়ছে। দার্শনিক রুশো বলেছিলেন, 'মানুষ জন্মসূত্রেই স্বাধীন; কিন্তু সে সর্বত্র পরাধীন।' মূলত স্বাধীনতা এক অদৃশ্য দায়িত্ববোধের শৃংখলে আবদ্ধ— রুশো সে কথাই মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তার 'বিচিত্র প্রবন্ধ' বইতে স্বাধীনতাকে পরাধীনতাই বলেছেন, কারণ দায়িত্ববোধের ভেতর দিয়ে যথার্থ স্বাধীনতার মূল্যবোধ ফুটে ওঠে। স্বাধীনতা আমাদের দায়িত্বশীল করতে পারেনি। যদি পারত, আমাদের বীরাঙ্গনাদের ত্যাগের মূল্য অনুধাবন করতে পারতাম, করুণার চোখে নয়, শ্রদ্ধার চোখে তাকাতাম তাদের দিকে।

পরাধীন জীবন পশুরও অধম। সেই জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা আজ মুক্ত আকাশের নিচে প্রাণ খুলে হাসছি। ভাবুন-তো প্যালেস্টাইনের নাগরিকদের কথা, তারা প্রকৃত অর্থে আজও স্বাধীন হতে পারেনি। কত কষ্টে তারা আছে! সেই দেশের নারী, শিশুরা যখন-তখন বেঘোরে প্রাণ হারাচ্ছে, সেই দেশে মা-বোনেরা গাছতলায় সন্তান প্রসব করেন, এমন প্রতিবেদন বিদেশী পত্রিকায় পড়েছি। সেই তুলনায় আমরা কত সুখে আছি! এই অনাবিল তৃপ্তি, সুখ, স্বাধীন জীবন আমরা পেয়েছি ৩০ লাখ শহীদের রক্ত আর আড়াই লাখ মা-বোনের অর্থাৎ বীরাঙ্গনাদের জ্বলন্ত ত্যাগের বদৌলতে। এর কোনো স্বচ্ছ উপলব্ধি আমাদের মধ্যে নেই। পারলে আমরা এক কাপ চায়ের দামে স্বাধীনতা বিক্রি করে দিতে চাই।

এ উপমহাদেশের কত-মহামানব পরাধীন দেশের মাটিতে তাদের জীবন কাটিয়েছেন। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কত দুঃখের সঙ্গে বলেছেন, 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে, কে বাঁচিতে চায়? পরাধীনতার শৃংখল কে পরিবে পায় হে কে পরিবে পায়?' মহাকবি গালিব বলেছেন, 'পরাধীন হালুয়া রুটির চেয়ে এক টুকরো পোড়া রুটির মূল্য অনেক বেশি।' রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত কেউ স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেননি। তারাও স্বাধীনতার গান লিখেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে সেই গানকে আমরা পাথেয় করেছি। আমরা কত ভাগ্যবান, যে আমরা আমাদের জীবদ্দশায় স্বাধীন দেশের নাগরিক হতে পারলাম, স্বাধীনতা নিয়ে গর্বিত হওয়ার সুযোগ পেলাম। এ সুযোগ এনে দিয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা, ৩০ লাখ শহীদ, শহীদ বুদ্ধিজীবীরা এবং বীরাঙ্গনা মা-বোনেরা। আমরা তাদের কতটুকু মূল্য দিতে পেরেছি? যদি দিতে পারতাম তাহলে সামগ্রিকভাবে একটি কথা আমাদের চেতনায় ক্রিয়াশীল থাকত, 'লিভ অ্যান্ড লেট লিভ, নিজে বাঁচো অপরকেও বাঁচতে দাও।' এর বিপরীত চেতনাটা হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিকতা। এটাই আমাদের গ্রাস করেছে।

আবার 'রক্তের অক্ষরে' উপন্যাসে ফিরে যাই। ইয়াসমিন একদিন দেখে, তার অনুজতুল্য এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বেশ্যা পাড়ায় এসেছে ফুর্তি করার জন্য। ইয়াসমিনের চোখ ফেটে পানি এলো। বুকচেরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বের হল,' হায়রে স্বাধীনতা! তোর জন্য ইজ্জত খোয়ালাম। আর আজ অবক্ষয় সমাজকে এতটা গ্রাস করেছে যে, কচি ছেলেরা নরকে নেমে এসেছে।'

ইয়াসমিন ছেলেটাকে কষে থাপ্পড় মেরে পতিতালয় থেকে বের করে দেয়।

বীরাঙ্গনাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া ছাত্রীরাও ছিল। তারা স্বাধপর সমাজে কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু অনেককে পুনর্বাসন করেছিলেন, তাদের সংসারে ফিরে যাওয়ার পথ নির্মাণ করেছিলেন। অনেককে নিজের মেয়ে পরিচয় দিয়েছিলেন। এমন একটি চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন আবদুল গাফফার চৌধুরী তার 'পলাশী থেকে ধানমন্ডি' নাটকে।

অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার যে, আমাদের গল্প-উপন্যাসে বীরাঙ্গনা চরিত্রকে গুরুত্ব দিয়ে আঁকা হয়নি। বীরাঙ্গনারা কেন 'বীর-উত্তম', 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাব পাবেন না? যারা সিরাজগঞ্জের ১৮ বীরাঙ্গনাকে ডেকে এনে একটি বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে সং সাহসের পরিচয় দিয়ে সংবর্ধনা দিলেন, তাদের সাধুবাদ জানাই। এরা প্রমাণ দিলেন, সমাজ একেবারে রসাতলে যায়নি। ঘন আঁধারে একটি ছোট অগ্নিকণা তীব্রভাবে চোখে লাগে, এ দৃষ্টান্তটিও তেমনি। ভাবির ভিসি ড. ফারজানা ইসলামের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য যে, বীরাঙ্গনাদের 'বীরমাতা' বলাই সঙ্গত। বীরমাতা বললে আমরা বুঝে নেব তারা স্বাধীনতার জন্য মূল্যবান ইজ্জতটি দান করেছেন।

রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক স্বীকৃতি দিয়ে এদের অন্ধকার থেকে আলোতে আনতে হবে। এরাই যথার্থ মহীয়সী, সমাজে এ মূল্যবোধের বিস্তার ঘটাতে হবে। এরা কেন সংকুচিত, কুণ্ঠিত, অবগুণ্ঠিত থাকবে? এদের অপরাধ কী? অপরাধ তো আমাদের, যারা স্বাধীনতা নিয়ে বাণিজ্য করে ফুলে ফেঁপে উঠেছি। সমাজে এ মূল্যবোধ জেগে উঠা প্রয়োজন যে, বীরাঙ্গনারা মাথা উঁচু করে চলবে। রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে তাদের সম্মান প্রাপ্য। সমাজে যদি বড় মাপের আত্মদানের মূল্য না থাকে, তাহলে স্বাধীনতারও মূল্য থাকে না। স্বাধীনতার মূল্য না থাকলে সমাজ রসাতলে যায়।

১৯৭১ সালে আমি ছিলাম ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। ছাত্রলীগের কর্মী। তখন দেখেছি আমাদের মাতা-পিতারা ছেলের জীবনের চেয়ে সোমত্ত মেয়ের ইজ্জত নিয়ে শংকিত হয়ে পড়েছেন। যে কোনো মুহূর্তে পাকদস্যু রাজাকারের কমান্ডার সেয়ানা মেয়েটিকে চিলের মতো ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে; নিয়েছেও তাই। অনেক মূল্যের সঙ্গে নারীর ইজ্জতের মূল্য দিয়েই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। তাই কবি শামসুর রাহমান বলেছেন, 'হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্য সখিনা বিবির কপাল ভাঙল, মুছে গেল হরি দাসীর সিথির সিঁদুর'।

মাহমুদুল বাসার : কলাম লেখক, গবেষক